শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাসার।



শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র কর্ত্তৃক প্রণীত।

শ্রীতড়িৎকান্তি বিশ্বাস দ্বারা পত্রিকা-প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৯।২০ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য দুই আনা

উৎসর্গ-পত্র।

যে মহাপুরুষের কৃপায় বিচিত্রতাপূর্ণ এই বিশাল জগৎ অবলোকন ও শিক্ষারূপ মহারত্ন লাভ করিয়াছি, যিনি সামান্য বাঙ্গালা ভাষা মাত্র অধ্যয়ন করিয়া বহু মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, যিনি পরিবারস্থ ভৃত্যগণের পীড়া হইলে, তাহাদিগকে সরকারী-চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করিবার উপদেশ সত্ত্বেও কদাচ তথায় প্রেরণ করিতেন না, অধিকন্তু স্বহস্তে তাহাদের শুশ্রূষা করিতেন, যিনি স্বর্গীয় মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিরূপে আজীবন কালযাপন করিয়াছিলেন, যিনি উক্ত কবিবর অন্ধ হওয়ার পর হইতে অনুরোধ সত্ত্বেও আদৌ বেতন গ্রহণ না করিয়া পূর্ব্ববৎ তাঁহার সমুদয় কার্য্যই করিতেন, যিনি স্বজাতির উন্নতির জন্য অভাবসত্ত্বেও বহু অর্থব্যয় করিতেন, যিনি ৬৭ বৎসর বয়সে সন ১৩১১ সালের কার্ত্তিক কৃষ্ণা পঞ্চমীতে বেলা দুইটার সময় অর্জ্জুনীস্থ ভবনে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, সেই অর্চ্চিত-চরণ স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺ হরিপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয়ের উদ্দেশ্যে তাঁহার অধম সন্তানের এই প্রথম উদ্যমফল আন্তরিক ভক্তি সহকারে উৎসর্গ করা হইল।

অবতরণিকা।

বিহঙ্গবদনে সুমধুর ভগবন্নাম শ্রবণ প্রথা এদেশে অভিনব নহে। বিহঙ্গের বোধশক্তি থাকুক বা না থাকুক ভক্ত সে দিকে দৃক্‌পাত করেন না। তিনি বিহগমুখ-নিঃসারিত সেই নামরূপ অমৃতদ্রব পান করিয়া জীবন সফল জ্ঞান করেন। এই দীন লেখক ভগবৎ-প্রেম বিষয়ে খেচর অপেক্ষাও অধম। তথাপি তাঁহার স্বল্প জীবন কালের মধ্যে তিনি যে সকল দেবভাষানভিজ্ঞ প্রেমিক-প্রেমিকার সাশ্রু ভক্তিগ্রন্থাধ্যয়ন নিরীক্ষণ করিয়াছেন, সেই সকল মহাত্মার আনন্দার্ণবে অভিনব তরঙ্গ উৎপাদন করিবার বলবতী বাসনা হওয়ায় শ্রীল ভক্তিবিনোদাখ্য মহাপ্রেমিক ও পূজ্য সতীর্থবরের মূল গ্রন্থের অনুবাদাভাস রচনার এই উদ্যম এই দীনকে করিতে হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রাগুক্ত ভাবুকবৃন্দের কিঞ্চিন্মাত্রও আনন্দ লাভ হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

উক্ত সতীর্থ মহাশয় এই অনুবাদ প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়া এই দীনকে চিরানুগৃহীত করিয়াছেন। এই পুস্তিকার আয়ের অর্দ্ধাংশ এই দীনের সুরাচার্য্যকল্প গুরুদেব শ্রীল বিপিন বিহারি গোস্বামিপ্রভুপাদের শ্রীচরণ সেবায় ন্যস্ত হইল।

৮১নং ডায়মণ্ডহারবার রোড, খিদিরপুর,
গৌরাব্দ ৪২৪, ৫ই ফাল্গুন। } শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র বি এল,
হাইকোর্টের উকিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাসার

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ।
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ॥
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং।
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কলিকল্মষনাশনং।
কারুণ্যপ্রভাবাদ্ যস্যাধীরোঽপি সুধীরো ভবেৎ ॥

শ্রীগুরু গোবিন্দ ভক্ত করিয়া স্মরণ।
তাঁহাদের পদে নমি করিয়া যতন ॥
মূক লভে বাচালতা, পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি।
যাঁর করুণায়, তাঁরে প্রণিপাত করি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ সহাদ্বৈত।
চরণ বন্দনা করি হইয়া সংযত ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
ছয় গোস্বামীর পদ করিয়া স্মরণ।
শির লুটাইয়া নমি দিয়া তনু মন ॥
কোথা প্রভুগণ! কৃপাকণা মাগে দাস।
সবে মিলি পূর্ণ কর কাঙ্গালের আশ ॥
জয় প্রভু রঘুবীরচন্দ্র জয় জয়।
কুলদেব এ সময়ে হউন সদয় ॥

চৈতন্যচরণ চিন্তি চিত্তে নিরন্তর ।
তাঁর লীলা স্মরণার্থ শ্লোক চৌদ্দাক্ষর ॥
রচিতে বাসনা মূল দেবভাষা হ'তে।
শক্তিদান কর সবে সেবকের চিতে ॥
কোথা গুরুদেব মম প্রশান্ত মূরতি ।
স্বশক্তি সঞ্চারি দেও রচনা-শকতি ॥
শ্রীগৌরাঙ্গলীলা পয়োধি সুমধুর ।
ভকতিবিনোদ দক্ষ অতি সুচতুর ॥
গোপরূপে তাহা হ'তে হবি উদ্ধারিল ।
স্মরণ মঙ্গল স্তোত্র তাহে উপজিল ॥
ঘৃত পরমায়ুঃ এর প্রাচীন বচন ।
বৈষ্ণবের আয়ুঃ এই স্তোত্র অধ্যয়ন ॥
ভক্তি বৃদ্ধি করি' গৌরে মতি দৃঢ় করে ।
স্মরণ মঙ্গল হেন যে জন না পড়ে ॥
ক্ষীণ মানবায়ু লভি' সংক্ষিপ্ত ভজন ।
অবশ্য কর্ত্তব্য, ভ্রান্ত নহে সেই জন ॥
সুরবাণী অনভিজ্ঞ গৌড়জন লাগি' ।
বঙ্গীয় ভাষায় রচি সর্ব্ব কৃপা মাগি' ॥
ভাষান্তরে ভাবান্তর পাছে হয় ব'লে ।
ছন্দ মিল হয় নাই কোন কোন স্থলে ॥
সাধু ভকতের ঠাঞি বিনীত প্রার্থনা ।
অপটু জনার গ্রন্থে আছে দোষ নানা ॥
কিন্তু গোরাগুণ গান যে-সে মতে হয় ।
অমিত্রতা আদি দোষ তাতে গণ্য নয় ॥

এইরূপ ভাবি' সুধী এই অকৃতীরে।
ক্ষমিবেন অধ্যয়ন করিয়া সাদরে ॥
এতাদৃশ ভরসায় দৃঢ় করি মন।
হ'লেও অসাধ্য করিলাম করার্পণ ॥
পতঙ্গ বিহঙ্গ বলি কভু গণ্য নয়।
কবিত্বে তদ্রূপ এই মন্দধী নিশ্চয় ॥
তথাপি মঙ্গল নাম লইবার তরে।
ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যজি যত্ন দাস সত্য করে ॥
নাথ! প্রভু দয়াময় গুরুদেব মম।
অজ্ঞ সেবকের এবে নাশ ঘোর তমঃ ॥
জ্ঞানালোকে দীপ্ত কর হৃদয়ভাণ্ডার।
খুঁজিয়া সার্থক শব্দ করি ব্যবহার ॥
রূপ সনাতন ভট্টযুগ জীব দাস।
কৃপা করি' কিঙ্করের পূরাও প্রয়াস ॥
সাক্ষাৎ দেবতা বন্দি' জননী জনক।
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাসার রচিছে সেবক ॥

(১)

রাহু কবলিত শশধর জ্যোতির্ম্ময়।
ফাল্গুনী পূর্ণিমাযোগে প্রদোষ সময় ॥
চৌদ্দ শত সাত শকে গৌড়ে মায়াপুরে।
জনমেন যিনি শচী উদর-সাগরে ॥
স্মরি সেই গৌর-নিরূমিশের তনয়।
চিৎশক্তি বিকাশিত তনু প্রেমময় ॥

(২)

আর্য্যাবর্ত্ত-শির শোভা মুকুটের মত।
ভারত ভিতরে গৌড় রাজ্য বিরাজিত॥
হেন গৌড়বাসিজন করিয়া আদর।
মহাপ্রভু, গৌরহরি, মিশ্র বিশ্বম্ভর॥
নিমেশ, নিমাই, দ্বিজ গৌরচন্দ্র আর।
রাখিয়াছে নাম যাঁর বিবিধ প্রকার॥
বিশ্বপ্রেমপরায়ণ সে কলিপাবন॥
শ্রীগৌর-চরিত্র-সুধা পান কর মন॥

(৩)

আস্বাদিতে প্রেমামৃত নিজ সুখকরী।
শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করি'॥
শৈশবেতে মিশ্রাবাসে বাল্যখেলা ল'য়ে।
করিতেন প্রমোদিতা পল্লীনারীচয়ে॥
অঙ্গনেতে ক্রীড়ারত যেই কনকাঙ্গ।
সেই গৌর-পদাম্বুজ বন্দ মনোভৃঙ্গ॥

(৪)

গৃহাঙ্গনে উপাগত ফণি বিষধর।
সর্পাকার অনন্তেরে যেই বিশ্বম্ভর॥
করিয়া আসন, বসি' তাহার উপরে।
পরিজন বাক্যে পুন ত্যজিলেন তারে॥
অনন্তে আসীন সেই গোরা-নারায়ণে।
প্রণিপাত করে দাস কায়বাক্যমনে॥

(৫)

শৈশবে রোদন কালে শুনে হরিনাম।
হইতেন শান্ত যেই গোরা গুণধাম॥
মহিলাবৃন্দের যাহে হরিনাম গান।
অবলীলাক্রমে নিত্য হ'ত অনুষ্ঠান॥
বর্ণিলেন যিনি প্রিয় জননী-চরণে।
সুবিমল জ্ঞানযোগ মৃত্তিকা-ভক্ষণে॥
কলিকলুষারি সেই নাম গানাশ্রয়।
বন্দি শ্রীগৌরাঙ্গশশী প্রেমসুধাময়॥

(৬)

পোগণ্ড প্রারম্ভে দ্বিজ গৃহে গৃহে গিয়া।
নানাবিধ চপলতা সদা প্রকাশিয়া॥
বিদ্যারম্ভে গঙ্গাস্নানে শিশুগণ সহ।
দ্বিজগাত্রে বারিক্ষেপ করি' অহরহ॥
করিতেন উদ্বেজিত যেই গৌরহরি।
চঞ্চল কৌতুক প্রিয় সে প্রভুরে স্মরি॥

(৭)

বহু তীর্থ ভ্রমি' কোন দ্বিজ সমাগত।
পাক করি অন্ন, কৈলে দেবে নিবেদিত॥
দুইবার অন্ন তার করিয়া গ্রহণ।
শেষে তাঁরে তত্ত্ব যিনি করেন জ্ঞাপন॥
পরে, দুই চোর যাঁরে করিলে হরণ।
কাঁধে চড়ি' বহু ছলে করেন মোহন॥

শিষ্টের পালনে রত দুষ্টের দমন।
শ্রীগৌরাঙ্গ-রাম বন্দী হ'য়ে এক মন॥

(৮)

শিবভক্ত ভিক্ষু পৃষ্ঠে করি' আরোহণ।
রুদ্রগুণ-অনুবাদ করিয়া কীর্ত্তন॥
মহানন্দভরে মত্ত হইলেন যিনি।
প্রণমি সে ভক্ত ভক্ত-পদসরোজিনী॥

(৯)

লইয়া লক্ষ্মীর প্রেম-প্রদত্ত সুধান্ন।
শুভবরে তাঁরে যিনি করিলেন ধন্য॥
পাঠশালা-প্রত্যাগত যেই প্রিয়ধন।
মসীচিহ্নে তুষিতেন স্বজনের মন॥
পরম রসিক সেই চিত্তচোরা গোরা।
স্মরি সদা হ'য়ে তাঁর গুণে আত্মহারা॥

(১০)

উচ্ছিষ্ট ভাণ্ডেতে বসি' যেই চারুকায়।
অনুত্তম জ্ঞানযোগ অর্পিলেন মায়॥
পরতত্ত্ব অদ্বৈতবাদীর উপাসিত।
প্রণমি সে গৌরচন্দ্রে হ'য়ে অবহিত॥

(১১)

নিজ লোষ্ট্রে মাতৃদুঃখ করি' বিলোকন।
যে শিশু করেন তাঁরে তখনি অর্পণ॥
বাৎসল্য ভাবেতে শুভ্র নারিকেলদ্বয়।
নিত্য নমি মাতৃভক্ত সেই মহাশয়॥

(১২)

অগ্রজ ত্যজিলে গৃহ সন্ন্যাসকারণ।
ব্যথিত জনকে শীঘ্র করেন তোষণ॥
পিতৃ-পরলোকে যিনি নিদারুণ শোকে।
মধুর বচনে তুষিলেন জননীকে॥
পরম সুখের খনি সেই মাতৃভক্ত।
গৌরে স্মরি হ'য়ে তাঁর পদে অনুরক্ত॥

(১৩)

গয়াধামে দ্বিজগণে হইয়া বেষ্টিত।
যেই গৌরহরি সর্ব্ব সুর-সম্পূজিত॥
নিজ গুরু পুরীমুখে মন্ত্র দশাক্ষর।
লাভ করি' আসি পুনঃ গৌড়ের ভিতর॥
স্বমতি বিকৃতিচ্ছলে করেন প্রচার।
গূঢ় তত্ত্ব সমুদায় অতি চমৎকার॥
ভক্তরূপধারী সেই নবরসপর।
শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ চিন্তা করি নিরন্তর॥

(১৪)

পূত বিপ্র চরণ উদক করি' পান।
হইলেন নিরাময় যেই ভক্তপ্রাণ॥
বর্ণাশ্রম-আচরণ-পালন-কারণ।
সেই প্রিয় মহাপ্রভু স্মরি অনুক্ষণ॥

(১৫)

বল্লভ আচার্য্য কন্যা বিবাহ করিয়া।
গৃহ-যজ্ঞ তরে পূর্ব্ব-অঞ্চলে যাইয়া॥

শাস্ত্রবৃত্তি যেই গৌর করেন অর্জ্জন।
বিদ্যালাপে বহু ধন করিয়া যতন॥
ধর্ম্মের মূরতিবর গৃহী সে গৌরাঙ্গ।
পদাম্বুজ স্মরিতেছে মম মনোভৃঙ্গ॥

(১৬)

স্বজন তপনমিশ্রে পাঠাইয়া কাশী।
আপনি শ্রীনবদ্বীপে পালটিয়া আসি॥
'সকলি মোহের ফল কেবা কার জায়া।'
আদি প্রিয় তত্ত্ব-বাক্যে মায়ে প্রবোধিয়া
লক্ষ্মীর বিরহ-শোক-তপ্ত জননীরে।
সান্ত্বনা করেন যিনি বিবিধ প্রকারে॥
বিরতি-সুখদ সেই শান্তমূর্ত্তি গৌরে।
স্মরিতে স্মরিতে দীন ভাসে অশ্রুনীরে॥

(১৭)

মাতৃবাক্যে বিষ্ণুপ্রিয়া করি' পরিণয়।
পণ্ডিতমণ্ডল-মণি যেই মহাশয়॥
সকল বিষয়ে পটু অধ্যাপক-সিংহ।
ভাগীরথী তীরে নিজ পরিকর সহ॥
দিগ্বিজয়ী দর্পকরী করিলেন দূর।
বন্দি সেই নবদ্বীপ-চন্দ্র সুমধুর॥

(১৮)

নব খণ্ড মাঝে যত হয় শাস্ত্রবিৎ।
শ্রুতি স্মৃতি ন্যায় তন্ত্র পুরাণে পণ্ডিত॥

বিদ্যার প্রভাবে যিনি জিনেন সবারে।
জ্ঞানের মূরতি গৌর, সদা নমি তাঁরে॥

(১৯)

অদ্বৈত প্রমুখ যত সুজন মহান্।
করি সদা ভক্তিচর্চ্চা হরিগুণ-গান॥
লভিলেন কৃপাকণা যাঁহার অপার।
নিত্যানন্দ আবির্ভাবে ঈশভাব যাঁর॥
দাক্ষিণ্য-মণ্ডিত সেই নয়ন-আরাম।
ছয়-বাহু শ্রীচৈতন্য চিন্তি অবিরাম॥

(২০)

অহো! যিনি কূর্ম্মরূপ করিয়া ধারণা।
সহসা মুরারি গুপ্তে করেন করুণা॥
ব্যাসার্চ্চনা কালে মাতি' বলদেব-ভাবে।
যাচিলেন মধু, স্মরি সেই গৌরদেবে॥

(২১)

শ্রীঅদ্বৈত বিভু যাঁরে সহ নিজগণ।
কৃষ্ণমন্ত্রে করিতেন প্রত্যহ অর্চ্চন॥
শ্রীবাস-মন্দির-নিধি সজ্জন-শরণ।
পূর্ণতত্ত্ব সে গৌরাঙ্গ স্মরি অনুক্ষণ॥

(২২)

যেই মহাপ্রভু নিজ গুণ প্রদর্শনে।
বিশোধিয়া শ্রীবাসের পালিত যবনে॥
করিলেন তারে ভক্তিমান্ প্রেমমত্ত।
বিষয়ে আসক্তিহীন, স্মরি তাঁরে নিত্য।

(২৩)

অহো রামরূপধারী যেই গুণমণি ।
হইলেন সুখী মুরারির স্তব শুনি' ॥
মুকুন্দে কুসঙ্গ হ'তে করিলেন ত্রাণ ।
স্মরি শুদ্ধ ভক্তিদাতা সেই মহাপ্রাণ ॥

(২৪)

শ্রীনিতাই হরিদাসে যেই ভগবান ।
করিলেন অনুমতি দিতে কৃষ্ণনাম ॥
সাধারণ প্রাণিচয়ে, ফিরি দেশে দেশে ।
করুণার অবতার স্মরি সে পুরুষে ॥

(২৫)

অগ্রজের সহ যিনি গিয়া শান্তিপুরে ।
ধর্ম্মধ্বজী সুরাপায়ী ভণ্ড সন্ন্যাসীরে ॥
শিখা'লেন শুদ্ধ তত্ত্ব শ্রীললিতপুরে ।
স্মরি শুদ্ধ ভক্তিনিধি শিবদ সে গৌরে ॥

(২৬)

অদ্বৈতবাদিতা আর শঠতা আশ্রিত ।
অদ্বৈতের পৃষ্ঠ করি' সহস্তা তাড়িত ॥
প্রেমে ভক্তি-পথগত করিলেন তাঁরে ।
যেই সুবিমল, স্মরি সেই মায়াহরে ॥

(২৭)

শেখর-ভবনে করি' শ্রীমূর্ত্তি ধারণ ।
ভজন-নিরত জনে স্বহস্ত অর্পণ ॥

ভক্ত-বিজয়ের ত্রাণ দেখায়ে বিভূতি।
করিলেন যিনি, স্মরি সেই সর্ব্বশক্তি॥

(২৮)

ক্ষণদার অবসানে নিদ্রা পরিহার।
স্নানান্তে ভোজন, পরে গোদ্রুমে বিহার॥
গ্রামে গ্রামে বিচরণ, নাম-সংকীর্ত্তন।
যামিনীতে অল্প নিদ্রা যথারীতি ক্রম॥
করিতেন যিনি ভক্ত সহ প্রতি যামে।
ভজন-সুখদ তাঁরে স্মরি রাত্রি দিনে॥

(২৯)

সহ শ্রীনিবাস আদি সংকীর্ত্তন-গণ।
জগৎ আনন্দ আদি পতিত ব্রাহ্মণ॥
সবার হৃদয় করিলেন প্রেমময়।
যেই গৌর, স্মরি সেই পররসাশ্রয়॥

(৩০)

স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু আদি অষ্ট ভাব।
প্রকাশিয়া শিখাতেন প্রেমের স্বভাব॥
করিতেন ভক্তি ব্যাখ্যা সজ্জন সভায়।
ক্ষমিতেন তাহাদের দোষ করুণায়॥
স্বজন-কলুষ-ক্ষান্তি-তনু সেই গৌরে।
মলীমস রে মানস সতত স্মররে॥

(৩১)

সংকীর্ত্তন-রিপু চাঁদকাজিরে শোধিয়া
নবদ্বীপে যাবতীয় নগর ভ্রমিয়া॥

করিলেন বারম্বার শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন।
সহনৃত্যোল্লাস গীত কলুষ-নাশন ॥
নটন-বিবশ দীর্ঘবাহু গৌরহরি।
স্মররে পাষণ্ড মন! ছাড়িয়া চাতুরি ॥

(৩২)

শ্রীমুরারি গুপ্ত, গঙ্গাদাস, শ্রীশ্রীধর।
আদি যত ভক্ত, ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর ॥
যাঁহার প্রণয়ে হইলেন প্রেমরত।
শ্রীল নারায়ণী যাঁর উচ্ছিষ্টের ভক্ত ॥
পরম পুরুষ কমনীয়-বপু তাঁরে।
রে পামর মন! স্মর সদা সমাদরে ॥

(৩৩)

শ্রীবাসের প্রণয়েতে হইয়া বিবশ।
তাঁরই মৃত পুত্র মুখে শুভ তত্ত্ব-রস ॥
শুনালেন তাঁরে, আহা! কি জানি কেমনে।
অর্পিলেন শুভ মতি তাঁর দাসগণে ॥
যে পরাত্মা কুহক-রহিত শ্রীগৌরাঙ্গ।
জীব-নিস্তারক, তাঁরে বন্দ মনোভৃঙ্গ ॥

(৩৪)

সংকীর্ত্তনে গোপীভাবে হইয়া উদাস।
লভি বাদাসক্ত জড় ছাত্র পরিহাস ॥
দণ্ড-হস্তে তাহাদের করিলে তাড়ন।
সে মূঢ়েরা করে যাঁরে বৈরি-আচরণ ॥

সেই গৌর দিব্যসিংহ নাস্তিক-দমনে।
ভক্তিভরে নিরন্তর স্মরি মনে মনে॥

(৩৫)

তাদের দুরিত দূর করিবার তরে।
কেশব ভারতী ঠাঞি কাটোয়া নগরে॥
লইলেন ন্যাসলিঙ্গ শুভ মাঘ মাসে।
পণ্ডিত ঋষভ যেই চতুর্ব্বিংশ বর্ষে॥
কেশহীন সেই দণ্ড হস্ত মায়াহর।
শ্রীচৈতন্যচাঁদ চিন্তি চিত্তে নিরন্তর॥

(৩৬)

নিত্যানন্দ প্রণয়ের হ'য়ে বশগত।
করিলেন গৃহত্যাগ স্বজন সহিত॥
নবদ্বীপ হ'তে যিনি ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
যাইলেন পুণ্য শান্তিপুর নগরেতে॥
বৃন্দাবন গমনেচ্ছামাখা তনু যাঁর।
স্মর মন! সেই রাধাকৃষ্ণ অবতার॥

(৩৭)

শচীদেবী শান্তিপুরে হ'য়ে সমানীতা।
তনয়ের ভাব দেখি' হর্ষে বিষাদিতা॥
ভিক্ষা দিয়া পুত্রস্নেহ পূরিত অন্তরে।
রাখিলেন কতদিন তথায় যাঁহারে॥
জননী আদেশে যিনি পুণ্য পুরীধামে।
করিলেন সুখে বাস অন্তিম জীবনে॥

ভ্রমণ-কুশল সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
ন্যাসিরাজে স্মরি মন হও আজি ধন্য॥

(৩৮)

নিত্যানন্দ শ্রীজগদানন্দ দামোদর।
দত্তজ মুকুন্দ লীলাগানেতে তৎপর॥
শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীচরণ সরোরুহ-লীন।
ভক্ত-ভৃঙ্গ এই সব পণ্ডিত প্রাচীন॥
যাঁর সহ করিলেন শ্রীক্ষেত্র গমন।
স্মরি তাঁর পদাম্বুজ ভুবন-পাবন॥

(৩৯)

ত্যজি' গঙ্গাকূলস্থিত জনপদ সবে।
ছত্রভোগে দেখিলেন অম্বুলিঙ্গ শিবে॥
রমণ বিপিনে গোপীনাথ ক্ষীরচোরে।
আত্মরূপী শ্রীগোপাল কটক নগরে॥
যেই ভক্তমূর্ত্তি গৌর স্বভজনপর।
তাপিত মানস! তাঁরে সদা ধ্যান কর

(৪০)

শৌবারণ্য একাম্রকানন যার নাম।
তথায় ভুবনেশ্বরে করিয়া প্রণাম॥
দণ্ড ত্যজি' গেলে কপোতেশ্বর নগরে।
নিতাই ভাঙ্গেন তাহা সেই অবসরে॥
কপট মানব যেই ভক্তরূপ ধর॥
সে গৌরাঙ্গগুণগাথা স্মররে অন্তর॥

(৪১)

দণ্ডভঙ্গে, তখনি সরোষ-ভাণ করি'।
গেলেন নীলাদ্রি ভক্তবৃন্দ পরিহরি॥
শ্রীমন্দিরে কৃষ্ণরূপ করি নিরীক্ষণ।
হইলেন মহাভাগাবৃত সেইক্ষণ॥
দণ্ডহীন যেই গৌর কনক বরণ।
স্মররে অবোধ মন! তাঁরে অনুক্ষণ॥

(৪২)

মহাভাবাবেশ যাঁর হইলে প্রকাশ।
সেবিতেন সার্ব্বভৌম করিয়া প্রয়াস॥
মায়াবাদ আদি তাঁর অনর্থ বিপুল।
কৃপা করি' যিনি করিলেন বিনির্ম্মূল॥
হ'লেন বৈষ্ণব তিনি যাঁর করুণায়।
বেদতত্ত্ব প্রচারক স্মরি সে গোরায়॥

(৪৩)

কিছুদিন করি' বাস শ্রীপুরুষোত্তমে।
দাক্ষিণাত্য যাত্রা করি কূর্ম্মক্ষেত্র গ্রামে॥
শ্রীল বাসুদেবে কুষ্ঠ আময়ে উদ্ধার।
করিলেন যেই গৌরপ্রেম অবতার॥
অর্পিলেন রামানন্দে গোদাবরী তীরে।
প্রেমসিন্ধু-সুধারাশি বিজয়নগরে॥
সর্ব্বজন সুখকর যেই গৌরহরি।
সেই মূর্ত্তিমান তীর্থ নিশিদিন স্মরি॥

(৪৪)

দেশে দেশে প্রেম দিয়া সজ্জন সমাজে।
চারি মাস রঙ্গক্ষেত্রে ভট্টপল্লী মাঝে॥
বাস করি, তথাকার ভট্টাচার্য্যগণে।
করিলেন কৃষ্ণভক্ত সদালাপ গুণে॥
শ্রীগোপাল-গৃহবাসী যেই সুখনিধি।
সেই শ্রীগৌরাঙ্গ গুণ গাই নিরবধি॥

(৪৫)

ভজন-বিহীন বৌদ্ধ জৈন সম্প্রদায়।
মায়াবাদ-হ্রদ-নিপতিত সমুদায়॥
শুদ্ধ ভক্তি প্রচারিয়া ভজন কুশল।
করিলেন স্বশক্তিতে যেই প্রেমাচল॥
নানামত বাদীর পাবন সে চৈতন্য।
চরণ চিন্তিয়া মন হও আজি ধন্য॥

(৪৬)

বিমল আনন্দ কলি কলুষ নাশন।
দাক্ষিণাত্য বাসিবৃন্দে করি বিতরণ॥
শ্রীব্রহ্ম সংহিতা কৃষ্ণকর্ণামৃত আর।
আনিলেন ভজনের গ্রন্থ সর্ব্বসার॥
আলালনাথের পথে নীল নগোপরে।
যাইলেন কৃষ্ণদাস সহ তার পরে॥
ভক্তের পালক যেই সদানন্দ মতি।
সেই গোরা পদে মন! কররে প্রণতি॥

(৪৭)

শোধিত সুবর্ণ বর্ণ যেই গৌরহরি।
দ্বিজকাশী মিশ্রালয়ে অবস্থিতি করি॥
শ্রীস্বরূপ আদি যত নিজজন সহ।
বিলাতেন সর্ব্বজীবে নাম অহরহ॥
প্রফুল্ল-মূরতি সেই দয়াল গৌরাঙ্গ।
স্বগণ সহিত স্মর মম মনোভৃঙ্গ॥

(৪৮)

নীলাচল-নাথ কৈলে রথে আরোহণ।
তদগ্রে করিয়া নৃত্য হরি সংকীর্ত্তন॥
গজপতি আদি সব সেবক জনারে।
দ্রবীভূত করিলেন প্রেমানন্দ ভরে॥
ভাবময়, আত্মানন্দ-মূর্ত্তি যেই গোরা।
স্মরি তাঁরে নিরবধি হ'য়ে আত্মহারা॥

(৪৯)

উৎকালের ভক্তবৃন্দে রাখিয়া স্বদেশে।
যেই শচীসুত যাইলেন গৌড়দেশে॥
অশেষ গুণের নিধি ভুবন-পাবন।
শ্রীগৌরচরিত-সুধা পান কর মন॥

(৫০)

শ্রীবাসে কুমারহট্টে দরশন করি'।
কাঞ্চনপল্লীতে বাসুদেব-দত্তে হেরি॥
রাঘব পণ্ডিতে দেখি' পাণিহাটী গ্রামে।
শান্তিপুরে যান যিনি, স্মরি সেই ধনে॥

(৫১)

নবদ্বীপ অন্তর্গত শ্রীবিদ্যানগরে।
বিদ্যাবাচস্পতি গৃহে যান তার পরে॥
তার পর কুলিয়ায় মাধব-ভবনে।
যান যিনি, ভজমন! সেই গৌর-ধনে॥

(৫২)

কুলিয়ায় মহাপ্রভু করিলে গমন।
করি দৈন্য ভাব আর শুদ্ধ ভক্তার্চ্চন॥
লভিলেন দেবানন্দ যাঁহার করুণা।
রূপ ধন জন বিদ্যাকুলে যা মিলে না॥
অমানী পণ্ডিত জন শুদ্ধ ভক্তিভাবে।
পান যাঁরে, ভজ মন! সেই গৌরদেবে॥

(৫৩)

বৃন্দাবন দর্শনের কপটতা করি'।
গৌড়ে গিয়া জননীর শ্রীচরণ হেরি'॥
রূপ সনাতনে সাহ হোসেন কবলে।
করি' পরিত্রাণ পুনঃ গেলেন উৎকলে॥
স্বতন্ত্র পরাত্মা যেই শ্রীগৌরাঙ্গ-হরি।
ভকত তারিতে ক্ষুন্নমতি, তাঁরে স্মরি॥

(৫৪)

অগণিত নরসঙ্গ করি' বিবর্জ্জন।
একমাত্র বলভদ্রে করিয়া গ্রহণ॥
ঋক্ষ ব্যাঘ্র আদি জ্ঞানহীন পশুগণে
ভক্তিরসে মত্ত করি' বিজন কাননে॥

যাইলেন যিনি দৃঢ় চিত্তে বৃন্দাবনে।
পশুমতি-হারী সেই দেবে ভাবি মনে॥

(৫৫)

বৃন্দাবনে শ্রীযমুনা গিরি গোবর্দ্ধন।
বৃষভানুপুর আদি করি' দরশন॥
বিবশ হইয়া ভাবে, পূর্ব্ব ক্রীড়া স্মরি'।
মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন যেই গৌরহরি॥
তথা হ'তে বলভদ্র সেই হেতু যাঁরে।
করেন প্রেরণ সযতনে স্থানান্তরে॥
ভকত জনার বশ দীনমূর্ত্তি তাঁরে।
ধ্যানকর মন! ভবসিন্ধু তরিবারে॥

(৫৬)

সৌভাগ্যের বশে কতিপয় ম্লেচ্ছজন।
উৎকৃষ্ট সে ভাবাবেশ করি' নিরীক্ষণ॥
লভিলেন যাঁর কৃপা সুমতির বলে।
হইলেন হরিভক্ত যাঁর প্রীতিফলে॥
জন্মপাপ-বিনাশন পুণ্যতনু তাঁরে।
স্মর মন! অনিত্য এ ভব পারাবারে॥

(৫৭)

পুণ্যতীর্থ জাহ্নবী যমুনা সম্মিলনে।
শ্রীরূপেরে অর্পিলেন পরম যতনে॥
পর-রস-ময়ী বিদ্যা-রত্ন মহাধন।
রল্লভে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ভকতি রতন

শাস্ত্র-মূর্ত্তি যেই গৌর রসগুরুমণি।
মনোনেত্রে হেরি তাঁর চরণ দুখানি॥

(৫৮)

কেবল অদ্বৈতবাদী প্রেম-বিরহিত।
কাশীর সন্ন্যাসীগণে করিয়া প্লাবিত॥
করুণার বশে হরি-প্রেম-সিন্ধু-নীরে।
সনাতনে বিষ্ণু-ভক্তি-স্মৃতি রচিবারে॥
সাধুশক্তি অর্পিলেন যেই গৌরহরি।
সাধকবৃন্দের সেই গুরুদেবে স্মরি॥

(৫৯)

তদন্তর শঙ্করের শিষ্যচয় মিলি'।
'গৌরাঙ্গ-প্রণতি-পরাঙ্মুখে ধিক্' বলি'॥
বহু নিন্দা করি' শুষ্ক তর্কদণ্ডনরে।
ন্যাসীশ সমাজে মহাপূজা কৈল যাঁরে॥
স্মর সেই সন্ন্যাসী-অর্চ্চিত চাঁদ-গোরা।
স্বসুখ-মথনানন্দ মূর্ত্তি মনচোরা॥

(৬০)

পুরীধামে পুনরায় করি' আগমন।
কৃষ্ণ কথারসে করি' ভক্ত বিনোদন॥
সার্ব্বভৌম, বাসুদেব, রূপ রামানন্দ।
প্রমুখ সুজন যত হরিভক্তবৃন্দ॥
সহসুখে প্রেমালাপে অনেক বৎসর।
করিলেন অতিপাত যে গৌরসুন্দর॥
শ্রীহরি প্রসঙ্গরসময় সেই নিধি।
ত্রিতাপ তাপিত চিত্ত! স্মর নিরবধি॥

(৬১)

বিধি শিবনুত যাঁর পঙ্কজ চরণ।
দেখিতে বর্ষান্তে অদ্বৈতাদি মহাজন॥
রথযাত্রা কালে আসিতেন গৌড় হ'তে।
লভি' মহানন্দ, ফিরিতেন স্বদেশেতে॥
গৌড়ীয়জনের নিত্য সুহৃদ রতন।
যতীন্দ্র পুরুষ সেই স্মর পাপীমন॥

(৬২)

কামিনীর সম্ভাষণ আদি দোষ যত।
অগৃহী বৈষ্ণব যাতে হয় নিপতিত॥
আশ্রমত-বাদিচয়ে রক্ষিতে তাহাতে।
বর্জ্জিলেন হরিদাসে অতি ক্ষুদ্র পাপে॥
সাধুমূর্ত্তি যেই গৌর হ'য়ে হরষিত।
বিমলচরিত তাঁরে স্মরি অবিরত॥

(৬৩)

দৈববশে লভি' জন্ম অনুত্তম কুলে।
আচার্য্য হইতে পারে তত্ত্বজ্ঞান বলে॥
প্রদ্যুম্নেরে এই তত্ত্ব করেন জ্ঞাপন।
অত্যন্ত করুণাবশে যেই গৌরধন॥
জড়তাবিহীন গুণমধুকর তাঁরে।
স্মরি সদা জড় মোহ বিনাশের তরে॥

(৬৪)

ভজনে সন্তুষ্ট হ'য়ে বাৎসল্যের বশে।
প্রবল করুণাবলে রঘুনাথ দাসে॥

ভজনের তত্ত্বজ্ঞান শ্রীমুখে অর্পণ।
হরিদাসে সিন্ধুতীরে অন্তিমে স্থাপন॥
করিলেন সেবক-সুহৃদ যেই গোরা।
স্মরি তাঁরে হ'য়ে তাঁর গুণে আত্মহারা॥

(৬৫)

কলি-পাপ-কূপ-গত গুরুনিন্দাকারী।
উপেক্ষিয়া অনুক্ষণ রামচন্দ্রপুরী॥
যেই শচীসুত কৈলা অমোঘে স্বীকার।
হরিজন কৃপালেশ ছিল ব'লে তাঁর॥
পাপাত্মার দণ্ডকারী ভকত পালন।
মম স্মৃতিপথে তিনি করুন ভ্রমণ॥

(৬৬)

কণ্ডুরস প্রপীড়িত প্রভু সনাতনে।
নীরোগ করেন যিনি কৃপা পরশনে॥
'জগন্নাথ-রথচক্রে ত্যজিব জীবন'।
ইত্যাকার বুদ্ধি তাঁর করিয়া শোধন॥
অসীম-শকতি সেই নবদ্বীপেশ্বর।
ভবরোগ নাশহেতু স্মরি নিরন্তর॥

(৬৭)

'পাপকর্ম্মে যেই ধন হয় উপার্জ্জন।
ধার্ম্মিক সতত তাহা করিবে বর্জ্জন॥'
ভবানন্দ আদি নিজ জনে এই জ্ঞান।
শিক্ষা দিয়া গোপীনাথে রাজদণ্ডে ত্রাণ॥

করিলেন যেই ভদ্রমূর্ত্তি গৌরহরি।
স্বজন-কল্যাণকর তাঁরে সদা স্মরি॥

(৬৮)

স্বদেশ হইতে সম্প্রেষিত বারবার।
স্বভক্ত-রাঘব দত্ত ভোজ্য উপহার॥
ভুঞ্জিতেন সমাদরে যেই পরাৎপর।
স্মর মন! সেই-গৌরচন্দ্রে নিরন্তর॥

(৬৯)

জগৎ-আনন্দ-দত্ত তৈল চন্দনাদি।
না করিয়া অঙ্গীকার যিনি নিরবধি॥
পালিতেন সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম আচরণ।
স্মর মন! সে গোরার রাতুল চরণ॥

(৭০)

জগন্নাথ শ্রীমন্দিরে গরুড় সদনে।
প্রসিদ্ধ স্তম্ভের পাশে প্রেমে একমনে॥
স্থবিরা মহিলা এক করেন দর্শন।
বুদ্ধরূপ, যাঁর স্কন্ধে করি' আরোহণ॥
নির্ম্মল-চরিত্র সেই সন্তুষ্ট হৃদয়।
শ্রীগৌরাঙ্গে স্মর মন! যাবে ভবভয়॥

(৭১)

শ্রীপরমানন্দে গুরুভক্তি সুমধুর।
সেবারত শ্রীগোবিন্দে করুণা প্রচুর॥
প্রিয়বর শ্রীস্বরূপে পরমা পীরিতি।
করিতেন যেই গৌরহরি মহামতি॥

ভুবন-আনন্দ সেই শ্রীশচীনন্দন।
নিত্য মম স্মৃতি পথে করুন ভ্রমণ॥

(৭২)

কৌপীন উপরে আহা! অতি সুশোভন!
অরুণ বরণ বাস করি' আচ্ছাদন॥
চারু অঙ্গে কাঞ্চন-গিরির শোভা ধরি'।
জপিতেন রাধাকৃষ্ণ দুনয়নে বারি॥
যে মোহন গৌড়েশ্বর শচীর তনয়।
নিত্য স্মৃতি মার্গে মম হউন উদয়॥

(৭৩)

নগরের পথে পথে ভক্তগণ সহ।
উচ্চ-স্বরে হরিনাম করি' অহরহ॥
মন্দ মন্দ নৃত্য করি' আনন্দের ভরে।
বলি' "বল হরি হরি" নগরবাসীরে॥
বিলাতেন প্রেম সেই শচীর কুমার।
স্মৃতিপথ মম, পথ হউক তাঁহার॥

(৭৪)

বহুবতী করুণার হ'য়ে বশীভূত।
শাস্ত্রের রহস্য পূর্ব্ব-সুধী অবিদিত॥
প্রেম-ফলান্বিত শ্রুতি গূঢ় তত্ত্বদশ।
সদয় হৃদয় যিনি করেন প্রকাশ॥
অমানুষী বিদ্যাবলে, সে শচীদুলাল।
স্মৃতিমার্গে বিরাজেন মম চিরকাল॥

(৭৫)

"এই বিশ্বে একমাত্র তত্ত্ব হরি ;"—বলি'।
আম্নায় দিলেন শিক্ষা—"সর্ব্বশক্তিশালী ॥
সেই হরি ; রসের সাগর রসময় ;।
বিভিন্ন অংশক তাঁর পরাণী নিচয় ; ॥
প্রকৃতির পাশমুক্ত জীব কতিপয় ;।
প্রকৃতি-কবল-গত অবশিষ্ট হয় ; ॥
চরাচর ভেদাভেদ প্রকাশ তদীয় ;।
সাধন বিশুদ্ধভক্তি বদ্ধজীবশ্রেয়ঃ ; ॥
সাধ্যবস্তু তাঁর প্রীতি ;"—বিশ্বপ্রেমে মজি'।
যেই গৌর তত্ত্বসিন্ধু, সদা তাঁরে ভজি ॥

(৭৬)

"ব্রহ্মা আদি ভগবৎ প্রিয় অনুচর।
মুখে শিখিলেন যত শিষ্ট ঋষিবর ॥
যেই বেদ, স্বতঃসিদ্ধ তাহাই প্রমাণ।
তাহার প্রমাণ কেহ করে না সন্ধান ॥
সেই বেদ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সহিত।
করিতেছে প্রতিপন্ন লাগি' জীবহিত ॥
চিন্তাতীত নববিধ প্রমের বিষয়।
প্রবেশিতে যাহে যুক্তি শক্তিহীন হয় ॥"

(৭৭)

"প্রজাপতি, পঞ্চানন, সুরেশ বন্দিত।
তত্ত্ব এক হরি ; উপনিষদ্ উদিত ॥

ব্রহ্ম, অঙ্গকান্তি তাঁর ; জগদনুগত।
বিশ্বপিতা পরমাত্মা, তাঁরই অংশভূত ; ॥
তিনি সেই রাধাকান্ত চিদ্রূদয় ধনি।
ভগবান কৃষ্ণ নব-নীরদ-বরণ ॥"

(৭৮)

"শক্তি আর শক্তিমান না হয় বিভিন্ন।
হরি আর পরাশক্তি সতত অভিন্ন ; ॥
তথাপি বিকারহীন যেই ভগবান।
ত্রিপদিকাশক্তি চিদচিৎ জীব নাম ॥
সকল বিষয়ে সদা করেন প্রেরণ।
জয় ! আত্ম-তন্ত্র সেই পুরুষরতন ॥"

(৭৯)

"আহ্লাদিনী বৃত্তিবশে বিনোদনে রত।
আহ্লাদক রূপ কৃষ্ণ থাকেন সতত ; ॥
সম্বিৎ-শক্তি-প্রকাশিত রহস্যের ভাবে।
রসিত সে জ্ঞানমূর্ত্তি থাকেন স্বভাবে ; ॥
সন্ধিনী শকতিজাত চিদ্ধাম সমূহে।
সত্তার মূরতি মগ্ন রসাব্ধি প্রবাহে ; ॥
এইরূপে সেই ব্রজরসের বিলাসী।
ব্রজমাঝে শোভাপান শক্তি পরকাশি' ॥"

(৮০)

"হরি অগ্নিরাশি, জীব স্ফুলিঙ্গের ন্যা'য়,
কিরণের কণা জীব, হরি সূর্য্যপ্রায় ॥

'শক্তি আর শক্তিমানে নাহি কোন ভেদ'।
এই ন্যায়ে জীবে দেবে নাহিক প্রভেদ॥
তথাপি সমান নয় অংশাণুতা তরে।
হরিই ঈশ্বর এই বিশ্বচরাচরে॥
প্রকৃতির পতি তিনি মায়া তাঁর দাসী।
মায়া-বশ-যোগ্য জীব, মায়া সর্ব্বনাশী॥"

(৮১)

"স্বরূপ-গেয়ানহীন, আত্মসুখরত।
শ্রীকৃষ্ণবিমুখ দণ্ডযোগ্য জীব যত॥
বদ্ধ হয় শ্রীহরির মায়ার প্রভাবে।
সত্ত্ব আদি গুণ জালে আপন স্বভাবে॥
স্থূল আর লিঙ্গ এই দুই আচরণে।
অবিদ্যা, পাতক, পাপবীজ, ক্লেশ তিনে॥
মহাকর্ম্মালানে বাঁধি' বদ্ধজীবচয়।
ভুঞ্জায় অনন্তকাল ত্রিদিবনিরয়॥"

(৮২)

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে জীব সুকৃতির বলে।
হরিভক্তি বিগলিত বৈষ্ণব দেখিলে॥
সেই মত আচরিতে রুচি জনমায়।
কৃষ্ণানুশীলনে তার মায়া কেটে যায়॥
'আপন স্বরূপ চিৎ'-জ্ঞানে মুক্ত হ'য়ে।
সুনির্ম্মল প্রেমভক্তি আস্বাদে অভয়ে॥"

(৮৩)

"চিদচিৎ বিশ্ব,—হরিশক্তি পরিণাম ;।
অসত্য, অনিত্যবাদ বিবর্ত্তন নাম ;॥

শ্রুতি-বিপরীত তাহা আর কলিমল ;।
শ্রুতির সঙ্গত নিত্যতত্ত্ব সুবিমল—॥
ব্রহ্মের অভেদভেদ এই চরাচর,।
পরব্রহ্মে নিত্যপ্রেম যাহে স্থিরতর ॥"

(৮৪)

"শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মৃতি, চরণ-সেবন,।
পূজা, নতি, দাস্য, সখ্য, আত্ম-সমর্পণ,॥
শ্রদ্ধাবশে, এই নব অঙ্গের সাধন।
কিম্বা ব্রজে সেবালোভে, করয়ে যে জন॥
অবশ্য লভিবে সেই নিত্য নিরমল।
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিরস মধুর উজ্জ্বল॥"

(৮৫)

"স্বরূপেতে স্থিতিকালে হয় সুনিশ্চয়।
মধুর রসের ভাব জীবের উদয়॥
ক্রমে 'ব্রজে রাধাকৃষ্ণ স্বজন কিঙ্কর'।
এই ভাব ধরি' সদা হৃদয় ভিতর॥
পরানন্দ শ্রীকৃষ্ণেতে প্রীতি উপজয়।
অতুল সম্পদ সুখ জগতেতে হয়॥
বিলাসাখ্য তত্ত্বে লভি' দাস্য অধিকার।
ভাগ্যবান জীব অহো! তারয়ে সংসার॥"

(৮৬)

"কে প্রভু? কে জীব? জড়ময় বিশ্ব কেন?
তিন অর্থ সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন॥
বিচারিয়া সুচতুর শাস্ত্র-বিদ্ নর।
হয় শীঘ্র শ্রীহরির ভজন-তৎপর॥

প্রেমেতর ফলপ্রদ সর্ব্বধর্ম্ম ত্যজি'।
সর্ব্ব অপরাধ মুক্তি আশা পরিত্যজি' ॥
হরিদাস করে পান হরিজন সহ।
হরি নামানন্দরস সুখে অহরহ ॥"

(৮৭)

এই তত্ত্ব দশমূল সেবিবে যে নর।
অবিদ্যা আময়ে ত্রাণ পাইবে সত্বর ॥
হরিতে একান্ত ভাব ক্রমে পুষ্ট হবে।
সাধুসঙ্গ বলে মনে তুষ্টি উপজিবে ॥

(৮৮)

ভক্তবৃন্দে এইরূপ উপদেশ দিয়া।
নেত্রনীরে দীর্ঘোজ্জ্বল বপু ভাসাইয়া ॥
অতুল ভুবন-বন্ধু যে আনন্দময়।
বঞ্চিতেন কাল, সেই শচীর তনয় ॥
নিত্য মম স্মৃতিমার্গে করুন ভ্রমণ।
চিত্তের ত্রিতাপ রাশি করি' নির্ব্বাপণ ॥

(৮৯)

তত্ত্বজ্ঞানী দয়াবান পাশ্চাত্য জাতির।
দীনহীন অকপট উৎকলবাসীর ॥
সর্ব্ব বর্ণাশ্রমভাক্ গৌড়ীয়ের গতি।
যেই শচীসুত তাঁর চরণে প্রণতি ॥

(৯০)

স্বপতি-বিরহ আর্ত্ত অহো! মিশ্রাবাসে।
দীর্ঘতর করপদ সন্ধিশ্লথ বশে ॥

ব্যাকুল মানস, তনু বসুবালুণ্ঠিত।
গদ গদ ভাষী সেই শ্রীশচীর সুত॥
নিত্য মম স্মৃতি নভে হউন উদয়।
উজলি' তিমিরাবৃত সেবক হৃদয়॥

(৯১)

কি আশ্চর্য্য! বদ্ধদ্বার উপল ভবন—।
বহির্ভাগে আসি,' করি' প্রাচীর লঙ্ঘন॥
কালিঙ্গ ধেনুর গোষ্ঠে হ'লেন পতিত।
হস্তপদ সঙ্কোচিয়া কচ্ছপের মত॥
অমানব শক্তি যাঁর সে শচীনন্দন।
নিত্য মম স্মৃতিমার্গে করুন ভ্রমণ॥

(৯২)

বিরহ-ব্যাকুল অহো! স্মরি' বৃন্দাবন।
কাঁদি' রুধিরাক্ত হ'য়ে ঘর্ষিয়া আনন॥
"বল বল বল কোথা কৃষ্ণকান্ত মম?"।
এইরূপে প্রলাপেন যেই নরোত্তম॥
সেই শচীসুত-শশী উঠি মনোরথে।
উজলুন বিশ্বাকাশ শোভি' স্মৃতিপথে॥

(৯৩)

পয়োধির প্রসারিত সৈকত পুলিনে।
চটক পর্ব্বতে, গোষ্ঠে গোবর্দ্ধন ভ্রমে॥
স্বজন সহিত যিনি নিরীক্ষণ তরে।
যাইলেন দ্রুতগতি সানন্দ অন্তরে॥
স্মৃতিনভে উদি' সেই শ্রীগৌরাঙ্গ-রবি।
[illegible] আলো করুন মম চিত্তাটবী॥

মানবের সুখকর অনুকম্পা যাঁর।
ভব-কূপে রঘুনাথে করিল উদ্ধার ॥
শিলাসহ গুঞ্জা যিনি দিলেন তাহারে।
প্রণমি সে গৌরচন্দ্রে সদা ভক্তি ভরে ॥

(৯৫)

শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ-ভাবচয়।
বিরসতা আদি রসাভাস যত হয় ॥
আর বহির্মুখ সঙ্গ করি' পরিহার।
প্রফুল্ল-মানস যেই গোরা সদাচার ॥
সুভক্ত গোষ্ঠীতে নিত্য পাইতেন শোভা
প্রণমি সে গোরা জগ-জন-মনোলোভা ॥

(৯৬)

বহিরঙ্গ জনে বিতরিয়া বিষ্ণুনাম।
লভিলেন যিনি কলিপাবন সুনাম ॥
প্রেমরস অন্তরঙ্গে করেন অর্পণ।
ভক্তিভরে নমি সেই গোরা প্রাণধন ॥

(৯৭)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামাশ্রিত যত দাস।
করিয়া তাদের নাম অপরাধ নাশ ॥
ভাগ্যবান জনে যিনি পরাভক্তি দান।
করিলেন, নমি সদা সেই মহাপ্রাণ ॥

(৯৮)

লীলাময় বরবপু যে শচীতনয়।
চতুর্বিংশ বর্ষ গৃহে করিয়া আশ্রয় ॥

যাপিলেন সমকাল সন্ন্যাস আশ্রমে।
সে জগৎ-গুরু-পদ বন্দি সদা মনে॥

(৯৯)

দরিদ্রে বসন আর ধন বিতরণে।
ক্ষুধাতুর অতিথিরে অন্নাদি অর্পণে॥
বিদ্যার্থীরে বিদ্যাদানে আনন্দ অপার॥
লভিলেন যিনি তাঁরে স্মরি অনিবার॥

(১০০)

প্রথম সন্ন্যাসে যিনি তীর্থযাত্রাছলে।
যাপিলেন অর্দ্ধযুগ ভকতি বিস্তারে॥
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ পুরীবাস করি'।
মায়াশ্রিত প্রকট-চরিত তাঁরে স্মরি॥

(১০১)

হা! কি কষ্ট সমুদায় ভুবনবাসীর।
গোপীনাথ গৃহাঙ্গনে গৌরাঙ্গ-সুধীর॥
সংকীর্ত্তনে মুগ্ধ করি' ভকত-নয়ন।
সন্ধ্যাকালে করিলেন আত্ম-সংগোপন॥
হা! কি কষ্ট বিশেষতঃ ভকত জনার।
অপ্রাকৃত লীলা তাঁর স্মরি অনিবার॥

(১০২)

এই গৌরগাথা যেই ভক্ত উচ্চৈঃস্বরে।
সতত করিবে গান গলিত অন্তরে॥
বিশেষতঃ গৌরতীর্থে, তারে গোরাপ্রাণ।
যুগল ভজনে প্রেম করিবেন দান॥

(১০৩)

চারশত ছয় গৌর অব্দে কার্ত্তিকেতে।
শ্রীভক্তিবিনোদ লীলা গায় গোদ্রুমেতে॥

(১০৪)

যাঁ'র প্রেম মধুরতা আস্বাদের তরে।
শ্রীনন্দনন্দন গৌড়বিহার স্বীকারে'॥
সেই বৃষভানু-সুতা-পল্লব-চরণে।
বিচিত্র এ লীলামৃত অর্পি এক মনে॥

শিক্ষাষ্টক।

(১)

মূল।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণম্।
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
সর্ব্বাত্মস্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥
মনোময় মুকুরের মালিন্য মার্জ্জন।
ভয়ঙ্কর ভববহ্নি নির্ব্বাণ কারণ॥
শ্রেয়োকুমুদের ফুল্লচন্দ্রিকা কিরণ।
বিদ্যাবধূ সুজনের জীবনতোষণ॥
আনন্দ অম্বুধি নিত্য করে বিবর্দ্ধিত।
প্রতিপদে পূর্ণ সুধা হয় আস্বাদিত॥
সংসার জনিত দোষ করিয়া ক্ষালন।
সর্ব্ব আত্মা প্রেমরসে করে নিমগন

এই সপ্তগুণ সৎচিদানন্দময়।
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন রসু জয়! জয়! জয়! ॥

(২)

মূল।

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি।
স্তত্রাপিতা নিয়মিত স্মরণে ন কালঃ ॥
এতাদৃশী তবকৃপা ভগবন্মমাপি।
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজানিনানুরাগঃ ॥
বিবিধ প্রকার করিয়াছ নিজ নাম।
তাতে সর্ব্বশক্তি তুমি করেছ প্রদান ॥
স্মরণের তরে কাল নাই নিয়মিত।
তোমার এরূপ কৃপা ওহে প্রাণনাথ ॥
আমার দুর্দ্দৈব কিন্তু এমনই হইল।
এহেন সহজ নামে রতি না জন্মিল ॥

(৩)

মূল।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥
তৃণ হ'তে আপনাকে অধম মানিবে।
তরু হ'তে অতিশয় সহিষ্ণু হইবে ॥
অভিমানশূন্য আর মানদ হইলে।
নামকীর্ত্তনের যোগ্য হইবে সকলে ॥

(৪)

মূল।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ১

নাহি চাই ধন জন, কবিতায় নাই মন,
ওহে জগদীশ দয়াময়।
জনমে জনমে মম, তব পদে অনুপম,
অহৈতুকী ভক্তি যেন রয় ॥

(৫)

মূল।

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ—
স্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥

ওহে নন্দসুত ! ভব-অম্বুধি পতিত।
কিঙ্করের প্রতি কৃপা করিয়া বিহিত ॥
ও পদ-পঙ্কজ-স্থিত-ধূলি-কণা সম।
ভাব মো'রে ওহে নাথ ! এই ভিক্ষা মম ॥

(৬)

মূল।

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা।
তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

তোমার পবিত্র নাম করিতে গ্রহণ।
অশ্রুবারিসিক্ত কবে হইবে নয়ন ॥
স্বরভেদ, কণ্ঠরোধ কবে মোর হবে।
পুলকেতে কণ্টকিত তনু হ'ব কবে ? ॥

(৭)

মূল।

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥

গোবিন্দ বিরহে মোর, কি কব কি দুঃখ ঘোর,
ভূমণ্ডল শূন্যপ্রায় হেরি।
নিমেষে যুগের প্রায়, নেত্রজলে ভেসে যায়,
যেন বহে বরষার বারি॥

(৮)

মূল।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা
মদর্শনান্মর্ম্মহতং করোতু বা।
যথাতথা বা বিদধাতু লম্পট
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

ও পদে পতিত দাসে করুন সুখিত।
অথবা চরণে পিষ্ট করুন সেবকে॥
কিম্বা অদর্শনবাণে মরম-পীড়িত।
যাহা ইচ্ছা হয় তাঁর করুন আমাকে॥
তথাপি আমার প্রাণনাথ সে লম্পট।
আর কেহ নয়—বলি হ'য়ে অকপট॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাসার গৌড়ীয় ভাষায়।
চতুঃশত দ্বাবিংশাব্দে পাবন আশয়।
করিল রচনা অকিঞ্চন সত্যদাস।
ভক্তবৃন্দ কর তার দুষ্কৃত বিনাশ॥